# গঠনতন্ত্র

**জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**

Jahangirnagar University Department of Statistics Alumni Association

**২০২২**

# মুখবন্ধ

প্রকৃতির অপার নান্দনিকতা ও সবুজ শ্যামলের সমারহে ভরপুর জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি। প্রথম শিক্ষাবর্ষে ১৯৭০ ১৯৭১ এ প্রথম ব্যাচে তথ্য বিজ্ঞান (পরবর্তীতে পরিসংখ্যান), অর্থনীতি, ভূগোল ও গণিত বিভাগে সর্বমোট ১৫০ জন ছাত্র নিয়ে এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অধীবেশনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ পাশ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে পরিসংখ্যান বিভাগের যাত্রা শুরু হয় এবং স্বল্প সময়ে জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিসংখ্যান চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে এ বিভাগ সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি ছাত্র ছাত্রী এই বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এম ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের ডিগ্রী অর্জন করেছে। স্নাতকগণ কর্মক্ষেত্রে দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে। তারা শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প, সাহিত্য এবং সর্বোপরি মানবকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একটি কার্যকর সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অ্যালামনাইদের জন্য সভা, সেমিনার, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, প্রদর্শনী ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা; মিউজিয়াম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; বুলেটিন ও সাময়িকী প্রকাশ; সর্বোপরি শিক্ষার সকল প্রকার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ কে বৈশ্বিক পরিসরে অগ্রগামী কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা পালনে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ফলপ্রসূ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালে "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিসংখ্যান বিভাগের স্নাতকদের পরস্পরের মধ্যে কার্যকর মেলবন্ধন তৈরির জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর মাধ্যমে যোগসূত্র বজায় রেখে একতা, সৌহার্দ্য, সম্পৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান ও সাবেক ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এর মূল লক্ষ্য।

## সুচিপত্র


| | |
|---|---|
| ধারা ১ নাম বৈশিষ্ট্য ও কার্যালয় | ৪ |
| ধারা ২ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা | ৪ |
| ধারা ৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ৫ |
| ধারা ৪ সদস্যপদ | ৬ |
| ধারা ৫ সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া | ৬ |
| ধারা ৬ সদস্য ফি | ৭ |
| ধারা ৭ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা | ৭ |
| ধারা ৮ সদস্যপদ স্থগিত বাতিল এবং অথবা সদস্যপদ হতে অব্যাহতি | ৭ |
| ধারা ৯ পুনঃ সদস্যভূক্তি | ৮ |
| ধারা ১০ সাংগঠনিক কাঠামো | ৮ |
| ধারা ১১ উপদেষ্টা পরিষদ | ৮ |
| ধারা ১২ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব | ৮ |
| ধারা ১৩ সাধারণ পরিষদ | ৯ |
| ধারা ১৪ সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান | ৯ |
| ধারা ১৫ সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম | ৯ |
| ধারা ১৬ সাধরাণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলী | ১০ |
| ধারা ১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদ | ১০ |
| ধারা ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো | ১১ |
| ধারা ১৯ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা | ১২ |
| ধারা ২০ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা | ১৩ |
| ধারা ২১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান | ১৮ |
| ধারা ২২ নির্বাচন কমিশন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন | ১৮ |
| ধারা ২৩ অনাস্থা প্রস্তাব | ১৯ |
| ধারা ২৪ পদত্যাগ | ২০ |
| ধারা ২৫ তহবিল | ২০ |
| ধারা ২৬ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা | ২০ |
| ধারা ২৭ হিসাব নিরীক্ষা | ২০ |
| ধারা ২৮ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী | ২১ |
| ধারা ২৯ বিলুপ্তি | ২১ |
| ধারা ৩০ শপথ | ২১ |
| ধারা ৩১ সংগঠনের লোগো | ২১ |
| ধারা ৩২ নির্ভরযোগ্য পাঠ | ২১ |

## ধারা ১: নাম, বৈশিষ্ট্য ও কার্যালয়

### (ক) নাম

এই অ্যাসোসিয়েশনের নাম হবে বাংলায় "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" এবং ইংরেজিতে "Jahangirnagar University Department of Statistics Alumni Association"। সংক্ষেপে "JUDSAA" নামে পরিচিত হবে।

### খ বৈশিষ্ট্য

১। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ ও লালন করে এই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২। একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং কল্যাণ ও সেবামূলক সংগঠন হিসেবে পরিচালিত হবে।

৩। এই অ্যাসোসিয়েশন কোন ধারা বা কার্যক্রম বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না।

৪। অ্যাসোসিয়েশনের একটি সীলমোহর, লোগো ও স্লোগান থাকবে।

৫। দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা ও ইংরেজি।

### গ) কার্যালয়

১। অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা জেলায় অবস্থিত হবে।

২। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে এর শাখা খোলা যাবে।

## ধারা ২ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্রে

ক 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' কে বুঝাবে;

(খ) 'অ্যালামনাই' বলতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালেয়র পূর্বতন তথ্য বিজ্ঞান (শিক্ষাবর্ষ ১৯৭০ ৭১) এবং বর্তমান পরিসংখ্যান বিভাগ (শিক্ষাবর্ষ ১৯৭১ ৭২ থেকে বর্তমান) হতে নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে বুঝাবে

গ 'স্নাতক' বলতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালেয়র পরিসংখ্যান বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাবে;

(ঘ) 'নন অ্যালামনাই' অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালেয়র পরিসংখ্যান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র নয়, তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাল পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর অগ্রগতিতে অবদান রাখতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে বুঝাবে;

ঙ ‘গঠনতন্ত্র’ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত এই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রকে বুঝাবে;

চ ‘ধারা’ ও ‘বিধি’ অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ বিধিসমূহকে বুঝাবে;

ছ ‘বৎসর/বর্ষ’ বলতে ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরকে (১লা জানুয়ারি ৩১ শে ডিসেম্বর) বুঝাবে;

(জ ‘কর্মকর্তা’ বলতে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সকল সম্পাদক ও সহ সম্পাদককে বুঝাবে।

ঝ ‘সদস্য’ বলতে অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যকে বুঝাবে;

ঞ ‘উপদেষ্টা পরিষদ’ বলতে সাম্মানিক সদস্য, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক এবং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত পরিষদকে বুঝাবে, যা ধারা ১১ অনুসরণে গঠিত হবে;

ট ‘সাধারণ পরিষদ’ বলতে সকল বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে, যা ধারা ১৩ অনুসরণে গঠিত হবে;

ঠ ‘কার্যনির্বাহী পরিষদ’ বলতে জীবন সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত/নির্বাচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদ, যা ধারা ১৭ অনুসরণে গঠিত হবে;

ড ‘সম্পত্তি’ অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বুঝাবে;

ঢ ‘অনুদান’ বলতে কোন সদস্য বা শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি বা সংস্থা কতৃর্ক অ্যাসোসিয়েশনকে প্রদত্ত অর্থ সাহায্য/সহায়তা বুঝাইবে; এবং

ণ ‘ফি’ বলতে সদস্য কতৃর্ক গঠণতন্ত্রে নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃর্ক পুনর্বিন্যাসকৃত এককালীন/বার্ষিক প্রদত্ত অর্থকে বুঝাবে।

## ধারা ৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালেয়র পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে সনদপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করে প্রাক্তন শিক্ষক এবং বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের পারস্পারিক সহায়তা ও সৌহার্দ্য একটি মেল বন্ধন সৃষ্টি করা এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। পরিসংখ্যান বিভাগের সকল অ্যালামনাইদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়াও সংগঠনটি নিম্নলিখিত এবং অনুরুপ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করবেঃ

ক) অ্যালামনাইদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি বন্ধুত্ব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন ও সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

খ) অ্যালামনাইদের বিশেষ কোন বিষয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যেমনঃ কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু প্রাকৃতিক দূর্যোগ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ সদস্য/পরিবারবর্গকে অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা;

গ) অ্যালামনাইদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য পৃথক তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা করা।

ঘ) পরিসংখ্যান বিভাগ এর শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা;

ঙ) বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য পৃথক তহবিল গঠন করা এবং "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" নামে শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা;

চ) বর্তমান শিক্ষার্থী ও চাকুরী প্রত্যাশীদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সেমিনার সিম্পোজিয়াম কর্মশালা প্রদর্শনী আয়োজন এবং গবেষণাগার গ্যালারি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

ছ) নিয়মিত বুলেটিন, সাময়িকী পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা বের করা;

জ) দেশে ও বিদেশে পরিসংখ্যান চর্চাকে উৎসাহিত করতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা;

ঝ) অ্যালামনাই ও তাঁদের পরিবারবর্গের বিনোদনের জন্য ফ্যামিলি ডে/বনভোজন/নৌবিহার/খেলাধুলা/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের চিত্তবিনোদনমূলক/মনোচিত্তমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা;

ঞ) অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ট্রাস্টি/সংস্থার নিকট হতে অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করা; এবং

ট) উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

## ধারা ৪: সদস্যপদ

অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত ৩ (তিন) ধরণের সদস্যপদ থাকবে:

১ **সাধারণ সদস্যঃ** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত বাৎসরিক ফি পরিশোধ করে সাধারণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

২ **জীবন সদস্যঃ** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনবিন্যাসকৃত ফি এককালীন পরিশোধ করে জীবন সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

৩ **সাম্মানিক সদস্যঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিসংখ্যান বিষয় সংশিষ্ট বিশিষ্ট/বরেণ্য ব্যক্তিগণ ও অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থ উন্নয়নে সহায়ক ব্যক্তি, দাতা বা স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী জাতীয় ব্যক্তিবর্গকে সাম্মানিক সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে। তবে, সম্মানিত সদস্যরা অ্যাসোসিয়েশনের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

## ধারা ৫: সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া

ক) সাম্মানিক সদস্যপদ ব্যতিরেকে অন্যান্য সদস্যপদ লাভের জন্য ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃর্ক পুনর্বিন্যাসকৃত ফি পরিশোধপূর্বক নির্ধারিত ফরমে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে;

খ) আবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন;

গ) সাম্মানিক সদস্যপদের জন্য কোন চাঁদা প্রদান এবং/অথবা আবেদন করার প্রয়োজন হবে না।

**ধারা ৬: সদস্য ফি**

(ক) প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সদস্যপদের জন্য ফি এর হার হবে নিম্নরূপঃ

(১) **সাধারণ সদস্যঃ** ১,০০০/ (এক হাজার) টাকা প্রতি বৎসরে (জানুয়ারি ডিসেম্বর) প্রদেয়।

(২) **জীবন সদস্যঃ** ৫,০০০/ পাঁচ হাজার) টাকা এককালীন প্রদেয়।

(৩) **সাম্মানিক সদস্যঃ** কোন ফি প্রযোজ্য নয়।

(খ) পরবর্তীতে সময় সময় কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন সদস্যপদের উল্লিখিত ফি এর পরিমাণ পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

(গ) সাধারণ সদস্যদেরকে প্রত্যেক বৎসরের বার্ষিক ফি অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

**ধারা ৭: সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা**

(ক) সাধারণ এবং জীবন সদস্যগণ নির্বাচনে ভোট প্রদান এবং জীবন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াসহ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত/ঘোষিত সুবিধা ভোগ করবেন।

(খ) সাম্মানিক সদস্যগণ ভোট প্রদান এবং/অথবা সাংগঠনিক কোন পদে নির্বাচিত/মনোনীত হওয়া ব্যতিরেকে অপরাপর কর্মকান্ডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত/ঘোষিত সুবিধা ভোগ করবেন।

(গ) প্রত্যেক সদস্যকে বিনামূল্যে একটি সদস্য কার্ড বা পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

**ধারা ৮: সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল এবং/অথবা সদস্যপদ হতে অব্যাহতি**

নিম্নে বর্ণিত কারণে সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল হবে কিংবা সদস্যপদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হবেঃ

(ক) কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য চাঁদা (সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য) নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ স্থগিত করা হবে। তবে বকেয়াসহ চাঁদা হালনাগাদ করা হলে সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বহাল হবে;

(খ) কোন সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহা প্রত্যাহার না করলে তার সদস্যপদ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে;

(গ) কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার সদস্যপদের কার্যকারিতা থাকবে না; অথবা

(ঘ) কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী বা অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করলে বা কাজে লিপ্ত হলে প্রাথমিক তদন্তপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তার সদস্য পদ স্থগিত করা যাবে। অতঃপর তদন্ত কমিটি গঠন

করে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন, অভিযোগ সম্পর্কে লিখিতভাবে তাকে অবহিতকরণ, জবাব দানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্নকরণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃর্ক উহা বিবেচনাকালে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্যপদ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পুনঃ বিবেচনার জন্য আপিল করতে পারবেন।

### ধারা ৯: পুনঃ সদস্যভূক্তি

ধারা ৮ (খ) এবং (ঘ) এর মাধ্যমে যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল কিংবা যে সকল সদস্যকে সদস্যপদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হবে তারা কার্যনির্বাহী পরিষদ আরোপিত শর্ত পূরণ এবং ধারা ৫ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তা বিবেচনা করতে পারবে। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পুনঃ বিবেচনার জন্য আপিল করতে পারবেন।

### ধারা ১০: সাংগঠনিক কাঠামো

অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

ক) উপদেষ্টা পরিষদ

খ) সাধারণ পরিষদ

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

### ধারা ১১: উপদেষ্টা পরিষদ

(ক) আগ্রহী সাম্মানিক সদস্য, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক এবং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপদেষ্টা পরিষদে মনোনীত হতে পারবেন।

(খ) অনধিক ২০ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদের জেষ্ঠ্য সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ এর মেয়াদান্তে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হলে, পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি (নতুন পরিষদে কোন পদধারী না হলে) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণকে মনোনীত করবেন।

(ঙ) উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ হবে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ। তবে, নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরেকটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের উপদেষ্টা পরিষদ বলবৎ থাকবে।

### ধারা ১২: উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব

উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব হবে নিম্নরুপঃ

ক প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরোধে কিংবা স্বপ্রণোদিত হয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য নীতি নির্ধারণীসহ অন্য যে কোন গুরুত্পূর্ণ কার্যক্রম/পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনার জন্য সুপারিশ প্রদান করতে পারবে;

(গ) প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

ঘ কার্যনির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদকে সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

## ধারা ১৩ সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদের কাঠামো, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা হবে নিম্নরুপঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) সকল বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা/সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত করার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর অর্পিত থাকবে।

(ঘ) 'গঠণতন্ত্র' বা এতদসংক্রান্ত যে কোন ধরণের বিধি/উপ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন এবং অনুমোদনের ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ঙ) প্রতি বছর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনে একাধিকবার সাধারণ পরিষদের বিশেষ/জরুরী সভা করা যাবে।

(চ) সাধারণ পরিষদের সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

## ধারা ১৪ সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান

(ক) সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) কোন বিশেষ প্রয়োজন বা জরুরী অবস্থার পরিপেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ/জরুরী সভা বাস্তবসম্মত যে কোন সময়ের নোটিশে আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

## ধারা ১৫ সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম

ক সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা এবং বিশেষ/জরুরী সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা তথা কোরাম হবে ন্যূনপক্ষে ১/১০ (এক দশমাংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে।

খ তবে নির্দিষ্ট তারিখে সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন তবে উক্ত সভা মুলতবি হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে মুলতবি সভা অনুষ্ঠিত হবে। মুলতবি সভার জন্য কোরাম এর কোন বাধ্য বাধকতা থাকবে না।

## ধারা ১৬ সাধরাণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলী

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় আলোচ্য বিষয়াদি হবে নিম্নরূপঃ

ক পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

খ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা ও বিবেচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনাকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন অর্থ সম্পাদকের মাধ্যমে উপস্থাপন এবং আলোচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

ঘ প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্র ও বিধি উপ বিধি প্রণয়ন সংশোধন পরিবর্তন পরিমার্জন ও অনুমোদন।

ঙ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন এবং আলোচনা ও বিবেচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

চ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ।

## ধারা ১৭: কার্যনির্বাহী পরিষদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচন, মেয়াদকাল, সভার কোরাম, সভায় সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতা হবে নিম্নরুপঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদ প্রাথমিকভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রচেষ্টা চালাবেন। অন্যথায়, ধারা ২২ প্রতিপালন সাপেক্ষে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। গঠিত নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বের পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে ২ (দুই) বৎসর বলবৎ থাকবে। মেয়াদ শেষ হবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ে পরবর্তী পরিষদ গঠন না হয়, তবে সভাপতি কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বতী কমিটি গঠন করতে পারবেন। উক্ত কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ধারা ১৭(খ) অনুসরণে মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা বা কোরাম বলে গণ্য হবে।

(ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বৎসরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি সভা করবে।

(চ) অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোট বা সমর্থনে গৃহীত হবে।

ছ কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের উপর ন্যস্ত সকল কার্যাবলী/কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

(জ) যে কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সভাপতি কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বতী কমিটি গঠন করতে পারবেন। উক্ত কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ধারা ১৭(খ) অনুসরণে মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

## ধারা ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

| ক্রমিক | পদের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সভাপতি | ১ জন |
| ২ | সহ সভাপতি | ৩ জন |
| ৩ | সাধারণ সম্পাদক | ১ জন |
| ৪ | যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ জন |
| ৫ | সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ জন |
| ৬ | সহ সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ জন |
| ৭ | অর্থ সম্পাদক | ১ জন |
| ৮ | সহ অর্থ সম্পাদক | ২ জন |
| ৯ | দপ্তর সম্পাদক | ১ জন |
| ১০ | সহ দপ্তর সম্পাদক | ১ জন |
| ১১ | গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদক | ১ জন |
| ১২ | আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | ১ জন |
| ১৩ | তথ্য যোগাযোগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ১ জন |
| ১৪ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | ১ জন |
| ১৫ | সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক | ১ জন |
| ১৬ | সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক | ১ জন |
| ১৭ | ক্রীড়া সম্পাদক | ১ জন |
| ১৮ | সাংস্কৃতিক সম্পাদক | ১ জন |
| ১৯ | সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক | ১ জন |
| ২০ | ছাত্র ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ১ জন |
| ২১ | ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সম্পাদক | ১ জন |
| ২২ | সহ ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সম্পাদক | ১ জন |

| | | |
|---|---|---|
| ২৩ | আইন বিষয়ক সম্পাদক | ১ জন |
| ২৪ | আপ্যায়ন সম্পাদক | ১ জন |
| ২৫ | নারী কল্যাণ সম্পাদক | ১ জন |
| ২৬ | সহ নারী কল্যাণ সম্পাদক | ১ জন |
| ২৭ | নির্বাহী সদস্য<br>শর্ত থাকে যে,<br>(ক) নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদে বা উপদেষ্টা পরিষদে কোন পদধারী না হলে পদাধিকার বলে বিভাগীয় সভাপতি;<br>(খ) নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদে বা উপদেষ্টা পরিষদে কোন পদধারী না হলে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক;<br>(গ) প্রবাসী কমপক্ষে ৪ জন;<br>(ঘ) নারী কমপক্ষে ৪ জন | ৪০ জন |
| **সর্বমোট** | | **৭১ জন** |

## ধারা ১৯: কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে নিম্নরুপঃ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত কার্যাবলী/কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা/সম্পাদনের দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(খ) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনসহ অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ/জরুরী সাধারণ সভার স্থান ভার্চুয়াল মাধ্যম, তারিখ, সময় ইত্যাদি নির্ধারণ।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাকরণ।

(ঙ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থাপন।

(চ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় অনুমোদনসহ পূর্ববর্তী বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থাপন।

(ছ) অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

(জ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান।

(ঝ) উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্যপদে সদস্য/কর্মকর্তা মনোনয়ন/নির্বাচন।

(ঞ) নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(ট) বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সদস্যপদের চাঁদার হার পুনঃনির্ধারণ এবং সদস্যপদ লাভের আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন।

(ঠ) অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত কার্যাবলী/কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কর্মচারী নিয়োগের নীতিমালা/শর্তাদি অনুমোদনসহ কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ।

(ড) কোন নিদিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন/উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষদের ভিতরের এবং/অথবা বাহিরের সদস্যদের নিয়ে কমিটি ও উপ কমিটি গঠন; এধরণের কমিটি/উপকমিটির সদস্যদের মধ্য হতে যে কোন একজন সভাপতি/আহ্বায়ক হবেন এবং অপর একজন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

## ধারা ২০: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

### ১ সভাপতি

(ক) সভাপতি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(খ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) তিনি সভার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করবেন।

(ঘ) সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক/কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।

(ঙ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সকল ধরণের কার্যবিরণী, দলিলপত্র, দাবীনামা, আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবেন।

### ২ সহ সভাপতি

(ক) সহ সভাপতিগণ সভাপতিকে যাবতীয় দায়িত্বপালন ও কার্য সম্পাদনে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত/মনোনীত হওয়ার ক্রমানুসারে সহ সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) মেয়াদ পূর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে নির্বাচিত/মনোনীত হওয়ার ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির জন্য নির্ধারিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ৩ সাধারণ সম্পাদক

(ক) সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সভা আহ্বান করবেন।

(গ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে খসড়া কার্যবিবরণীর চূড়ান্ত করবেন এবং উহাতে সভাপতির সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

(ঘ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কার্যনির্বাহী কমিটির সমর্থন গ্রহণ করবেন এবং বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

(ঙ) সভাপতির পরামর্শ/সম্মতিক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(চ) তিনি সভাপতির সাথে যৌথভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

(ছ) সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

(জ) সম্পাদকবৃন্দকে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী পরিচালনা এবং সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন।

(ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর ও যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ঞ অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য সভাপতির সম্মতিক্রমে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা কন্টিনজেন্সি হিসাবে নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন।

## ৪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

(ক) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদককে সর্বাত্মক সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক কতৃর্ক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

## ৫ সাংগঠনিক সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করবেন।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের শক্তিশালী করার জন্য সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

ঙ দেশে বিদেশে অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠন/সম্প্রসারণের বিষয়ে মতামতসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পেশ করবেন।

চ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাবেন।

## ৬ অর্থ সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) নির্ধারিত ব্যাংকে অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল জমা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে তৈরি করতঃ নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ তা কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন করবেন।

(ঙ) সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) রসিদ বই, জমা বই, চেক বই, খতিয়ান বই, বিল ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজপত্র (মুদ্রিত/ইলেকট্রনিক সংস্করণ) তাঁর তত্বাবধানে থাকবে।

(ছ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় বিধিমত সম্পাদন করবেন।

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সম্মতিক্রমে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা কন্টিনজেন্সি হিসাবে নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন।

## ৭ দপ্তর সম্পাদক

(ক) সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন।

(খ) বিশেষ বাহক মারফত, ডাকযোগে, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রেরণ করবেন। প্রয়োজনে, এবিষয়ে গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদকের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

(গ) সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে কার্যবিবরণীর খসড়া চূড়ান্ত করবেন।

ঘ অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরী করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

ঙ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় জিনিসপত্র দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করবেন।

## ৮ গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

(খ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়িতব্য সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

(গ) তিনি তথ্য যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(ঘ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করবেন।

## ৯ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

(ক) বিদেশস্থ শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

(খ) আন্তর্জাতিক কর্মশালা/সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) সাংগঠনিক সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে প্রবাসী অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তাদেরকে অ্যাসোসিয়েশনের কাজে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

## ১০ তথ্য যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি দেখভাল করবেন।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েব পেইজ পরিচালনা, সম্পাদনা, নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এর উন্নয়নে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

গ তিনি দপ্তর সম্পাদক এবং প্রচার, গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

## ১১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক

(ক) বাঙ্গালী জাতির হাজার বছরের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা বিষয়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

(খ) তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সঠিক ইতিহাস, তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস চেতনার বিস্তারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

## ১২ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে নিয়মিত বুলেটিন সাময়িকী পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা বের করবেন।

(খ) সাংস্কৃতিক সম্পাদকের সাথে সমন্বিতভাবে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বা কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।

(খ) শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

## ১৩ ক্রীড়া সম্পাদক

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং তদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

## ১৪ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

অ্যাসোসিয়েশনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি, যেমন সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি আয়োজন এবং তদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

## ১৫ ছাত্র ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

(ক) বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" নামে শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

(খ) অ্যালামনাইদের বিশেষ কোন বিষয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যেমনঃ কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু প্রাকৃতিক দূর্যোগ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ সদস্য/পরিবারবর্গকে অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করবেন।

(গ) সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সংগঠনের পক্ষ হতে পরিচালিত বিশেষ জরুরী কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করবেন।

## ১৬ ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সম্পাদক

(ক) পরিসংখ্যান বিভাগ এর শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পেশাগত ও কর্মজীবন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের কর্মজীবন উন্নয়নে 'জব ফেয়ার'সহ নিয়মিত কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন।

## ১৭ আইন বিষয়ক সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের আইনগত বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) সদস্যগণের কোন আইনগত সমস্যা সৃষ্টি হলে তাদের সহায়তা/পরামর্শ প্রদান করবেন।

## ১৮ আপ্যায়ন সম্পাদক

অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনে আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

## ১৯ নারী কল্যাণ সম্পাদক

(ক) নারী অ্যালামনাইদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনে তাদের জন্য আলাদা সভা/অনুষ্ঠান/কার্যক্রমের আয়োজন করবেন।

## ২০ সহ সম্পাদক

(ক) সহ সম্পাদকগণ সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে নিজ নিজ দপ্তরের কাজে সর্বাত্মক সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন।

(খ) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক কতৃর্ক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ সম্পাদক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

## ২১ কার্যনির্বাহী সদস্য

(ক) সভাপতি ও সহ সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

## ধারা ২১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান

(ক) সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) কোন বিশেষ প্রয়োজন বা জরুরী অবস্থার পরিপেক্ষিতে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ/জরুরী সভা বাস্তবসম্মত যে কোন সময়ের নোটিশে আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

## ধারা ২২ নির্বাচন কমিশন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন

(ক) এই ধারাটি কেবলমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ধারা ১৭(খ) অনুসরণ করে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের উপলক্ষ সৃষ্টি হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন ১ (এক) জন নারী সদস্যসহ মোট ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং তন্মধ্যে,

একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ৪ (চার) জন নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সমিতির সদস্যদের মধ্যে হতে একজন রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য এবং নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং তাদের পরিবারের অন্য কোন সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের সকল বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্য ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন এবং নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কেউ ভোটার তালিকায় অনর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

চ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তা প্রকাশ করবেন।

(ছ) নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তারিখ, সময় ও স্থান এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহারের তারিখ, সময় ও স্থান প্রকাশ করে লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে।

(জ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত যে কোন জীবন সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন, তবে এক ব্যক্তি একের অধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে এবং ফলাফল ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

(ঞ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি বাজেট প্রণয়ন করবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সংগঠনের তহবিল হতে উক্ত ব্যয়ভার বহণ করা হবে।

ট কোন পদে একজনমাত্র প্রার্থী হলে তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।

ঠ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

## ধারা ২৩ অনাস্থা প্রস্তাব

(ক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্য কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশের বেশী সাধারণ সদস্যকে লিখিতভাবে সংগঠনের সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহ্বান করতে বলবেন।

(খ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে উক্ত সভায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বতী কমিটি গঠন করতে পারবেন। উক্ত কমিটি ধারা ১৭(খ) অনুসরণে মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

## ধারা ২৪ পদত্যাগ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা/সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তাকে পদত্যাগের কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি বরাবর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ন্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) পক্ষান্তরে কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি সাধারণ সম্পাদক বরাবর পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

## ধারা ২৫ তহবিল

(১) অ্যাসোসিয়েশনের ৩ (তিন) ধরণের তহবিল থাকবেঃ

ক) **সাধারণ তহবিলঃ** সদস্যদের প্রবেশ ফি জীবন সদস্যদের ফি এবং নগদ জামানতের উপর মুনাফা, সম্পদের আয় সাধারণ তহবিল হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ) **সংরক্ষিত তহবিলঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ যেরূপ যুক্তিসংগত মনে করেন সেভাবে প্রতিবছর মোট আয়ের একটি অংশ স্থানান্তর করে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করবে। এই তহবিলের অর্থ প্রাথমিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে, প্রয়োজনে অন্যান্য খাতেও ব্যবহার করা যাবে।

গ) **কল্যাণ তহবিলঃ** সদস্যদের কাছ থেকে বিশেষ দান বা ধার্যকৃত অর্থ এবং অন্যান্য উৎস থেকে উদার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল সংগ্রহ ও জোরদার করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা বৃত্তি এবং অ্যাসোসিয়েশনের অস্বচ্ছল সদস্যদের আপৎকালীন সাহায্য ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করবে।

(২) অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে তহবিলের অর্থ সরকারি সিকিউরিটি সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

(৩) খতিয়ান বইয়ে (মুদ্রিত/ইলেকট্রনিক সংস্করণ) তহবিলের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

## ধারা ২৬ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য তফসিলী ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ অর্থ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি'র যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

## ধারা ২৭ হিসাব নিরীক্ষা

কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে অর্থ সম্পাদক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

### ধারা ২৮ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

(ক গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সভায় বিবেচিত হবে।

(খ সংগঠনের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তা পুনর্মূল্যায়ন করতঃ প্রয়োজন মনে করলে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক বা অন্য কোন সভার আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

গ) সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই তা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

### ধারা ২৯: বিলুপ্তি

যদি সংগঠন বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে অ্যাসোসিয়েশন এর তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয় তাহলে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ঘোষণার মাধ্যমে সংগঠন বিলুপ্ত হবে। অন্যথায় যদি ক্রমাগত পাঁচ বছর ধরে অ্যাসোসিয়েশন এর কোন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংগঠন বিলুপ্ত হয়েছে বলে গন্য হবে।

### ধারা ৩০ শপথ

আমি.....শপথ করছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ও আস্থা রেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকবো। আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ্য মস্তিষ্কে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই গঠনতন্ত্রের সব ধারা ও বিধি মেনে চলবো।

### ধারা ৩১ সংগঠনের লোগো

লোগোটি বাংলাদেশের প্রান প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য খ্যাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর নান্দনিক লোগোর ডিজাইনকে অনুকরণ করা হয়েছে। সাবেক শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজ বিভাগ ও ক্যাম্পাসের আবহ ধরে রাখতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিকে এই লোগোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লোগোর চারপাশে "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন" লিখা হয়েছে। লোগোর রঙ সবুজ; যার মাধ্যমে নয়নয়াভিরাম সবুজ ক্যাম্পাসের সাথে সংগঠনটিতে তারুন্যের জয়গান ফুটে উঠেছে। লোগোর মাঝখানে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী পরিসংখ্যান বিভাগের একাডেমিক কৃষ্টি ও কালচারের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আয়তভুজ আকৃতির লোগোটির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যকার আত্মিক দৃঢ় বন্ধন ও ঐক্য ফুটে উঠেছে।

### ধারা ৩২ নির্ভরযোগ্য পাঠ

বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

===